ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...02 DEC 1988...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

045

02 DEC 1988

শিক্ষাঙ্গন

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক রয়েছে। বৃটিশ আমলে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীবিশিষ্ট এম ই ও এম ই মাদ্রাসাগুলোতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ছিল। সে আমলে ঐসব বিদ্যালয়ে এমনিভাবে ইংরেজী শিক্ষা দেয়া হতো যে, ছাত্রগণ এম ই স্কুল ও এম ই মাদ্রাসা পাস করে ইংরেজীতে চিঠি ও রচনা লিখতে পারতো। তখন তারা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সব বিষয়ে ইংরেজী মাধ্যমে লেখাপড়া করতো। তখনকার যুগে কেউই ইংরেজীতে ফেল করতো না। ১৯৪৮ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করায় ঐসব বিদ্যালয়ের অবলুপ্তি ঘটানো হয়। তখন থেকে ইংরেজী শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী চালু থাকলেও ঐসব শ্রেণীতে মোটেই ইংরেজী শিক্ষা দেয়া হয় না। এর কারণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী চালু থাকলেও ঐসব বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা কেবল বর্ণমালার জ্ঞান লাভ করে থাকে। ফলে তারা ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে না পারে পড়তে—না পারে লিখতে। তবুও তারা শ্রেণীর পর শ্রেণীতে প্রমোশন পেতে থাকে। এভাবে ইংরেজী না পড়েই ছাত্র-ছাত্রীদের ৯০ ভাগ এসএসসি পরীক্ষায় হাজির হয়। আসল কথা হচ্ছে, উচ্চ বিদ্যালয়ে যারা ইংরেজী পড়ায় তাদের জ্ঞান-গুণ নেই বললেও চলে। ২-৩ বারে আই এ, বি এ, পাস করে যখন তারা কোন চাকরি পায় না তখন সার্টিফিকেটের জোরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি নেয়।

আর টিউশনী শুরু করে টাকা-পয়সা অর্জন করতে থাকে। নোট বই-এর সাহায্যে তারা ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করে থাকে। নিজের জ্ঞানে ঐসব শিক্ষক দু'টি বাক্য শুদ্ধরূপে লিখতে ও পড়তে পারে না। আজকাল এসব তথাকথিত এমনও বি এ, এম এ, পাস ব্যক্তি রয়েছে যাদের পদসমূহের সঠিক জ্ঞান নেই। তাহলে, এরা কিভাবে উচ্চ বিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়াবে? তাই ইংরেজী শিক্ষার এই দশা।

মোট কথা, আজকাল মাধ্যমিক থেকে, কলেজ পর্যন্ত ব্যাকরণভিত্তিক লেখাপড়া হচ্ছে না। লেখাপড়া হচ্ছে মুখস্থ আর নকলের। এ জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা বড় ডিগ্রীর অধিকারী হয়েও জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হচ্ছে না। সরকার ইংরেজীকে উঁচু স্তরে বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তবে মূল থেকে ইংরেজীর মৌলিক জ্ঞানের উৎস সৃষ্টি না করতে পারলে, ইংরেজী উঁচু স্তরে প্রবর্তনের আসল উদ্দেশ্য সফল হবে না।

আমাদের মতে, প্রথমতঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আজকাল ইংরেজীর পাঠ্য পুস্তকেও বেশ ভুল পরিলক্ষিত হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ মাধ্যমিক ও কলেজে শিক্ষক নিয়োগের পূর্বে শিক্ষকদের ইংরেজী বিষয়ে জ্ঞান পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করতে হবে। তৃতীয়তঃ তৃতীয় শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত এম ই ও এম ই মাদ্রাসার ন্যায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। চতুর্থতঃ ইংরেজী ব্যাকরণ ও রচনা এবং ট্রান্সলেশনে বর্ধিত নম্বর দিয়ে সিলেবাস প্রবর্তন করতে হবে। ৬ষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণীর শেষে দু'টি সার্বজনীন বাধ্যতামূলক পরীক্ষা অবশ্যই প্রবর্তন করতে হবে। তাহলে ইংরেজী শিক্ষার সাথে বাংলা, অংক ও অন্যান্য বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হবে। আজকাল ১ম শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত কোন বাধ্যতামূলক পরীক্ষা না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা নকল করে পরীক্ষা [illegible] করছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ইংরেজীর মৌলিক জ্ঞান লাভ করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সে ব্যবস্থার [illegible] ইংরেজী প্রবর্তনের [illegible] আসল উদ্দেশ্য সফল হবে।

—এম. এ. [illegible]